8 SEP 2009

তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

দৈনিক ইনকিলাব

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট মো: জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। প্রেসিডেন্ট তার বাণীতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের মাপকাঠি। দেশের জনগণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা' অঙ্গীকারের প্রতিও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আমি বিশ্বাস করি, দেশের শিক্ষা বঞ্চিত মানুষ, ঝরে পড়া শিশু-কিশোর এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এনে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। সরকার ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তার বাণীতে বলেন, সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষিত জনগণই একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলার বিকল্প নেই। এজন্য আমরা ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।